যায়যায়দিন

তারিখ 16 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

জামায়াত-শিবির শিক্ষার্থীদের ধ্বংস করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে : শিক্ষামন্ত্রী

যায়যায়দি রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, জামায়াত-শিবির একাত্তরের পরাজয়কে ভুলতে পারেনি। তখনকার পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে তারা এখন বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা-সম্পদ বিনষ্টের পাশাপাশি আমাদের শিক্ষার্থীদের ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

> বিবেক-বিবেচনাবর্জিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার আহ্বান শিক্ষামন্ত্রীর

বুধবার দুপুরে পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বগুড়ার হরতালপূর্ব বোমাবাজিতে গুরুতর আহত ছাত্রী সাদিয়া আক্তারকে দেখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় পঙ্গু হাসপাতালের পরিচালক প্রফেসর ডা. ম. আবদুল আউয়াল (রিজভী), প্রফেসর ডা. আর আর কৈরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

গত সোমবার জামায়াতের হরতালপূর্ব ত্রাসসৃষ্টিকারী বোমাবাজিতে গুরুতর আহত হয় সাদিয়া আক্তার। বোমায় সাদিয়ার ডান পা ও হাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে বগুড়ায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। গত মঙ্গলবার রাতে তাকে ঢাকায় আনা হয়েছে।--শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজনীতির নামে পৈচাশিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। জামায়াত-শিবির ও বিরোধীদল হরতালের নামে বোমাবাজি, ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও'র পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের ক্লাস, পরীক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতে হামলা চালিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার করার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, হামলা চালিয়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর চিপাতলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রীতি দাসকে আহত করেছে, গত ২৮ মার্চে চট্টগ্রামের ছাত্রী অন্ত বড়ুয়ার চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। এর আগে লালমনিরহাটে ক্লাসে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের মারধর করেছে। এবার তারা গ্রেনেড মেরে সাদিয়ার হাত-পা উড়িয়ে দিয়েছে।

এভাবে তো চলতে পারে না। মন্ত্রী এধরনের বিবেক-বিবেচনাবর্জিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। শিক্ষামন্ত্রী পরে পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাভারের রানা প্লাজা বিপর্যয়ে আহতদের দেখতে যান। তিনি আহত ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা বলেন।